দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 06 FEB 2007
পৃষ্ঠা ২৪ কলাম ২

# কোচিং সেন্টার শিক্ষা নাকি ব্যবসা?

**কোচিং দ্বারা আদৌ কি উপকৃত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা, না কি শিক্ষা নিয়ে চলছে ব্যবসা? কোচিং সেন্টারের প্রয়োজনীয়তাই বা কী? এ নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। উদ্বেগের কথা হলো শিক্ষাবিদরা বরাবরই এ শিক্ষা পদ্ধতির সমালোচনা করে আসছেন। তারা বলছেন এর ফলে শিক্ষার্থীদের ক্ষতি হচ্ছে। অন্যদিকে কোচিং সেন্টারের কর্ণধাররা বলছেন শিক্ষার্থীরা উপকৃত হচ্ছে বলেই এগুলো টিকে আছে**

বাংলাদেশের কোচিং সেন্টারের বর্তমান অবস্থা ও সামগ্রিক প্রেক্ষাপট নিয়ে তরুণ কণ্ঠের পক্ষ থেকে কথা বলেছি দেশের প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ কোচিং সেন্টারের উদ্যোক্তা ও যাদের জন্য এই কোচিং ব্যবস্থা সেই শিক্ষার্থীদের সাথে। বিগত দেড় দশক ধরে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে কোচিং প্রতিষ্ঠানের। ঢাকাসহ সারাদেশে গড়ে উঠেছে অসংখ্য কোচিং সেন্টার। এদের মধ্যে ভর্তি ও একাডেমিক কোচিং সেন্টারই বেশি। তবে এর বাইরে বিসিএস পরীক্ষার জন্যও কোচিং সেন্টার রয়েছে। কোচিং সেন্টারগুলোর সংগঠন বাংলাদেশ কোচিং এসোসিয়েশনের (বিসিএ) হিসাব অনুযায়ী ছোট বড় মিলিয়ে সারাদেশে কোচিং সেন্টারের সংখ্যা ৮ হাজারেরও বেশি। এই সেন্টারে কর্মসংস্থান হয়েছে লক্ষাধিক বেকারের। সাম্প্রতিক সময়ে কলেজ ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি উঠে যাওয়ায় শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজসমূহে ভর্তি কোচিংয়ের প্রাধান্য দেখা যায়। মূলত এইচএসসি পরীক্ষার পর এ ধরনের কোচিংয়ের কোর্স শুরু হয়। চলে ভর্তি পরীক্ষার আগ পর্যন্ত। এছাড়া প্রায় সারা বছর ধরেই চলে একাডেমিক কোচিং সেন্টার। শুভেচ্ছা, সানরাইজ, ঢাকা, ইউসিসি, রেটিনা, বিকল্প, পজিট্রন, ই হক ইত্যাদি কোচিং সেন্টারগুলো বড় ও শীর্ষস্থানীয় হিসেবে পরিচিত। ঢাকার বাইরেও এসব কোচিং সেন্টারের শাখা রয়েছে। কোনো কোনোটির শাখা ৫০টিরও বেশি। ঢাকার ফার্মগেট, যাত্রাবাড়ী, সাইন্স ল্যাবরেটরি, মৌচাক, মিরপুর, ধানমন্ডি ইত্যাদি স্থানে কোচিং সেন্টারের আধিক্য লক্ষ্য করা যায়। মৌচাক, ফার্মগেট ও যাত্রাবাড়ীতে গিয়ে দেখা গেছে একই ভবনে পরিচালিত হচ্ছে অনেকগুলো কোচিং প্রতিষ্ঠান। যাদের রয়েছে আলাদা আলাদা সাইনবোর্ড ও স্বতন্ত্র নাম। এসব ভবনকে কোচিং সেন্টারের মার্কেট বললেও ভুল হবে না।

## শিক্ষাবিদরা যা বলছেন

'শিক্ষার নামে চলছে ব্যবসা' বলে মন্তব্য করেন বিশিষ্ট লেখক এবং শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স বিভাগের প্রধান ড. মুহম্মদ জাফর ইকবাল। তিনি বলেন, তারা চার কালারে বিজ্ঞাপন দেয়, ছাত্র-ছাত্রীদের প্রলুব্ধ করার জন্য। কোচিং সেন্টারের মুখস্ত শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্র-ছাত্রীদের কনফিডেন্স নষ্ট হচ্ছে। পৃথিবীর কোথাও কোচিং সেন্টার ব্যবস্থা নেই। বাংলাদেশেও এর কোনো প্রয়োজনীয়তা রয়েছে বলে আমি মনে করি না। কোচিং সেন্টার প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার সাথে সহায়ক ভূমিকা রাখছে কিনা জানতে চাইলে তিনি বলেন– যারা সহায়ক বলার তারা বলতে পারেন, তবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণেই কোচিং সেন্টারের উদ্ভব হয়েছে।

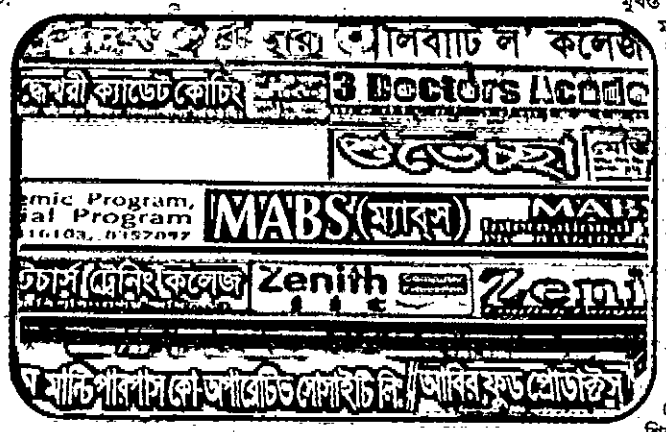


ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের (আইইআর) পাঠ্যক্রম বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. সিদ্দিকুর রহমান বলেন– শিক্ষার নামে চলছে অশিক্ষা। কোচিং সেন্টারের মাধ্যমেই মুখস্ত করানো হচ্ছে শিক্ষার্থীদের। প্রকৃত শিক্ষা হলো নতুন জ্ঞান, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি। আমি মুখস্ত করলাম, বুঝলাম না, তাতে লাভ হলো না। প্রশ্নের আংশিক উত্তর জানা হলো, কোনো পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা হলো না। এই অবস্থার জন্য তিনি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি ও প্রশ্নপত্রের দুর্বলতার কথা উল্লেখ করে বলেন– দুর্বল পরীক্ষা ব্যবস্থা ও প্রশ্নপত্রের জন্য কোচিং সেন্টারগুলো সুযোগ পেয়ে যাচ্ছে। পেছনের কয়েক বছরের ভর্তি পরীক্ষা প্রশ্ন ও উত্তর এক জায়গায় করলে সামনের বছর প্রশ্নে কী আসবে জেনে যাচ্ছে। ফলে ছাত্রছাত্রীরা কোচিং সেন্টারের দিকে ঝুঁকে ওই প্রশ্নপত্র অনুযায়ী উত্তরগুলো মুখস্ত করছে।

কী ধরনের প্রশ্ন ও পরীক্ষা পদ্ধতি চালু করা উচিত জানতে চাইলে তিনি বলেন– এমসিকিউ পদ্ধতিতে প্রশ্নের উত্তর অনেকটা 'হ্যাঁ' বা 'না' এর মতো। এমসিকিউ স্টাইলেই একটু বর্ণনাধর্মী প্রশ্ন করা যেতে পারে। যাতে করে ছাত্রছাত্রীদের ভাবতে হয়, পড়াশোনা করে তবেই উত্তর দিতে পারে। প্রশ্নপত্র করা কঠিন ব্যাপার। এ বিষয়ে আমাদের আরো যত্নশীল হতে হবে। কোচিং সেন্টারগুলো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার সহায়ক ভূমিকা রাখছে কিনা এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন– সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে যদি তারা মুখস্ত ব্যবস্থা বাদ দিয়ে স্বল্প পরিসরে হলেও বিস্তারিত পড়ায়। তবে এর জন্য আমাদের প্রশ্ন পদ্ধতি পরিবর্তন করতে হবে। তাহলে আপনা আপনি কোচিং সেন্টারের শিক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তন হয়ে যাবে।

কোচিং সেন্টারগুলোর ওপর সরকারের কোনো নিয়ন্ত্রণ বা নীতিমালা নেই। এ অবস্থায় এগুলো নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা উচিত কিনা জানতে চাইল তিনি বলেন– বন্ধ করা উচিত তবে সেটা আইন করে নয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মানসম্মত শিক্ষা দেওয়া হলে, লেখাপড়ার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রশ্নপত্র করা গেলে এগুলো এমনিতেই নিয়ন্ত্রিত হবে।

## কোচিং সেন্টার মালিকরা যা বলছেন

কোচিং সেন্টারের নামে কী ব্যবসা চলছে? এমন প্রশ্ন করা হলে বাংলাদেশ কোচিং এসোসিয়েশন (বিসিএ) সভাপতি ও ইউনিভার্সিটি কোচিং সেন্টারের কর্ণধার ড. এম এ হালিম পাটওয়ারী বলেন– আমি আপনার প্রশ্নের সাথে ১০০ ভাগ দ্বিমত পোষণ করছি। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ ছাড়া পৃথিবীতে কিছুই হয় না। এখন স্কুল, কলেজ, ভার্সিটি, হাসপাতাল কোনটি ব্যবসা করছে না। তাতে মানুষ উপকৃত হচ্ছে নাকি অপকৃত হচ্ছে দেখতে হবে। কোচিং সেন্টারের শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীদের মেধা নষ্ট করা হচ্ছে মন্তব্যের উত্তরে তিনি বলেন, এই শিক্ষা ব্যবস্থা সময়ের চাহিদার ফসল। মূলধারার শিক্ষা পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখেই আমরা কোচিং পরিচালনা করছি। মূলধারার শিক্ষা পদ্ধতির পরিবর্তন হলে কোচিংয়েও পরিবর্তন হবে। সাম্প্রতিক সময়ে কোচিং সেন্টারের ব্যাপক প্রসার প্রসঙ্গে তিনি বলেন– কোচিং সেন্টার এখন আর আগের অবস্থানে নেই। লক্ষাধিক লোক এ সেন্টারে কাজ করছে। অনেক বেকার ছেলেমেয়ের কর্মসংস্থান হয়েছে। তবে সরকারের কোনো নীতিমালা না থাকায় আমরা অনেক ক্ষেত্রেই ভালোভাবে কাজ করতে পারছি না এবং মানুষের মধ্যে কোচিং সেন্টার নিয়ে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। নীতিমালা প্রণয়ন ও নিবন্ধন প্রক্রিয়ার জন্য আমরা বারবার সরকারের কাছে আবেদন প্রক্রিয়ার জন্য জানালেও সরকার সাড়া দেননি।

বিকল্প কোচিং সেন্টারের কর্ণধার আহসান হাবীব বলেন– এইচএসসি পরীক্ষার পর ছাত্র-ছাত্রীরা ৮ মাস সময় পান। এই সময়টা আড্ডা দিয়ে কাটানোর পরিবর্তে কোচিং-এ ভর্তি হলে তাদের পড়ালেখা চালু থাকে।

## শিক্ষার্থীদের কথা ভিন্ন

২০০৫-০৬ শিক্ষাবর্ষে ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিকেল ও ডেন্টাল ভর্তি পরীক্ষায় ১ম স্থান অধিকারী মোঃ রায়হান আলী মোল্লার মতে, কোচিং আসলেই উপকারী। এটা একটা গাইড লাইন, এখানে নিয়মিত পরীক্ষা দেয়ার ফলে একটা প্র্যাকটিস হয়। মেডিকেলে ১২০টি প্রশ্নের উত্তর ১ ঘণ্টায় দিতে হয় উল্লেখ করে বলেন– ১টি প্রশ্নের উত্তরের জন্য সময় ৩৬ সেকেন্ড। এটা খুবই টাফ। কোচিংয়ে কিন্তু এটা প্র্যাকটিস করানো হয়। তবে মুখস্ত করা ভালো নয়, এমন মন্তব্য পাওয়া গেল ঢাকা ইউনিভার্সিটি ও মেডিকেল কলেজের বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর কাছ থেকে। তবে এর জন্য পরীক্ষা ও প্রশ্ন পদ্ধতির পরিবর্তন করা প্রয়োজন হলে তারা মনে করেন।

## কারা পড়াচ্ছেন কোচিং সেন্টারে

সদ্য বিশ্ববিদ্যালয় পাসকৃতরাই মূলত কোচিং সেন্টারে শিক্ষকতা করেন। ঢাকার কয়েকটি প্রথম সারির কোচিং সেন্টারে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে বুয়েট, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেলসহ দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করে বের হওয়া তরুণ মেধাবী ছাত্রছাত্রীরাই এক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। কেউ বা ক্রমশ সোনার হরিণ হয়ে যাওয়া চাকরির পেছনে না ছুটে নিজেই দিয়ে বসেছেন কোচিং সেন্টার। আবার কেউবা পার্টটাইম হিসেবে কোচিং সেন্টারে পড়ান।

## শিক্ষকদের পারিশ্রমিক কী রকম

যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা ও মেধার ওপর ভিত্তি করে শিক্ষকদের পারিশ্রমিক দেওয়া হয় কোচিং সেন্টারে। সারা বছর কোচিং চলে না বিধায় ক্লাসের সংখ্যার ওপর নির্ভর করে উপার্জন। প্রতি ক্লাসের জন্য ১৫০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা পর্যন্ত পারিশ্রমিক পান কোচিং সেন্টারের একজন শিক্ষক।

## শেষ কথা

দেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল কলেজের সংখ্যা হাতে গোনা কয়েকটি। এইচএসসির ফলাফল প্রকাশের পর রীতিমতো ভর্তিযুদ্ধের অবতীর্ণ হতে হয় শিক্ষার্থীদের। সীমিত সংখ্যক আসনে প্রতিযোগিতাপূর্ণ ভর্তি পরীক্ষায় একটি আসনে ভর্তির জন্য লড়াই করতে হয় ৮/১০ জনকে। দেশের প্রধান বিদ্যাপীঠ ঢাকা ইউনিভার্সিটিসহ বেশ কয়েকটি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা এমসিকিউ পদ্ধতিতে পরিচালিত হয়। শিক্ষার্থীদের প্রধান পছন্দ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও বুয়েটকে টার্গেট রেখেই ভর্তি কোচিংগুলো এমসিকিউ পদ্ধতিতে কোচিং প্রদান করে। প্রতিবছর ঘুরে ফিরে একই ধরনের এমসিকিউভিত্তিক প্রশ্ন দ্বারা প্রশ্নপত্র রচিত হয় বলে কোচিং সেন্টারগুলোর প্রশ্নপত্র সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আগে থেকেই পেয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীরা কোচিং সেন্টারে ভর্তি হলে ভর্তির পথ সুগম হয়।

'কোচিং সেন্টারের মুখস্ত পদ্ধতি ভালো না' এ বিষয়ে দ্বিমত নেই শিক্ষাবিদ, কোচিং সেন্টার উদ্যোক্তা এবং শিক্ষার্থীদের মধ্যে। মুখস্ত পদ্ধতি উদ্ভব হয়েছে চলতি শিক্ষা ও ভর্তি পরীক্ষা ব্যবস্থার ফলে। তাই এ সমস্যা নিরসনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা ও প্রশ্ন পদ্ধতিসহ স্কুল, কলেজ শিক্ষার মান উন্নত করার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেন সবাই। ■

নাহিয়ান ইসলাম